BERHAMPORE 24 DEC 1872 DELIVERED

Registered No. 15.

অমৃত বাজার পত্রিকা

৫ম ভাগ { কলিকাতা:— ৬ই পৌষ, বৃহস্পতিবার সন ১২৭৯ সাল। ইং ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৮৭২ খৃঃ অব্দ } ৪৫ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

নিম্ন লিখিত পুস্তকদ্বয় কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়, ক্যানিং লাইব্রেরি ও নর্ম্ম্যাল স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত মহাশয়ের নিকট বিক্রয় র্থ প্রস্তুত আছে।

বিজ্ঞান সার।

উপক্রমণিকা।

ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভুগোল, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, শারীর প্রকৃতিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, রসায়ন প্রভৃতি ৬৩ খানি চিত্রসহ লিখিত আছে। ১৮৭৩ সালের ছাত্রবৃত্তির পরীক্ষায় নির্দ্দিষ্ট সমুদায় বিজ্ঞানই ইহাতে আছে। ২২২ পৃষ্ঠা পুস্ক মুল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

লীলাবতী (১ম ভাগ)।

সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত অঙ্ক পুস্তক। পাটিগণিতের অনেক সহজ সঙ্কেত ইহাতে আছে। মুল্য ৷৷০ আনা ডাক মাসুল ⁄০ আনা।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে।

কুসুম কুমারী নাটক।

দ্বিতীয় সংস্করণ অল্প মুল্যে [৸৵০] বিক্রীত হইতেছে। মফস্বলের ডাক মাশুল এক আনা। কলিকাতা শোভাবাজার রাজবাটিতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ।

সচিত্র রহস্য সন্দর্ভ।
বাৎসরিক মুল্য ২৷৵।
সম্পাদক শ্রী প্রাণনাথ দত্ত।
নিমতলা ৭৮ নং কলিকাতা।

সচিত্র গুলজার নগর।

রহস্যজনক কাব্য (novel) ইহাতে কলিকাতার সামাজিক নিয়ম ও শাসন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। রোজারিও কোং, কলেজ ষ্ট্রিট, বরদা মজুমদারের, গরাণহাটা বৃন্দাবন বসাকের গলির মোড়ের দোকানে ও সংস্কৃত ডিপজিটরিতে পাওয়া যায়। মুল্য৸০ ডাক মাসুল ৵।

সর্পাঘাত।

অর্থাৎ মাল বৈদ্যদের মতে সর্পাঘাত চিকিৎসা দ্বিতীয় সংস্করণ। ডাক্তার ফেরার সাহেব এ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন ও মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সার ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। মালবৈদ্যদের হাতে রোগী মরেনা ও তাহাদের চিকিৎসা প্রণালী যে অতি উৎকৃষ্ট সর্পাঘাত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। মুল্য সমেত ডাক মাশুল ।৵০ ছয় আনা।

শ্রীচন্দ্র নাথ রায়
কলিকাতা বহুবাজার।

সংগীতসমালোচনী।

কতিপয় সঙ্গীত বেত্তার সাহায্যে শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।৵০ আনা প্রতি খণ্ডের মূল্য ।৵০ আনা॥ গ্রাহক গণ অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে শ্রীযুক্ত হরমোহন ভট্টাচার্য্যের নামে পত্র ও মূল্যাদি পাঠাইবেন। যাঁহারা টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাঁহারা আধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠাইবেন।

অবলাদর্পণ স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তক ১৯২ পৃষ্ঠা, মুল্য ডাকমাশুল সমেত ১ টাকা।
অনুবাদক শ্রীদীননাথ সেন বি, এ
গৌহাটি হাই স্কুল॥

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি কলিকাতা সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে বিক্রয় হইয়া থাকে।

সুরধুনী কাব্য ১ম ভাগ	১
লীলাবতী নাটক	১৷০
নবীন তপস্বিনী নাটক	১
সধবার একাদশী প্রহসন	১
বিয়ে পাগলা বুড়ো প্রহসন	৸০
জামাই বারিক প্রহসন	১
দ্বাদশ কবিতা	৷০

উজীর পুত্র

প্রথম পর্ব্বের মুল্য ৸৵ আনা ডাক মাশুল ৵ আনা, দ্বিতীয় পর্ব্ব ফি ফর্ম্মার মুল্য অর্দ্ধ আনা॥

কলিকাতা সভাবাজার
শ্রীযুত কুমার উপেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটিতে আমার নিকট প্রাপ্তব্য।
শ্রীঅমৃত কৃষ্ণ ঘোষ

কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিস

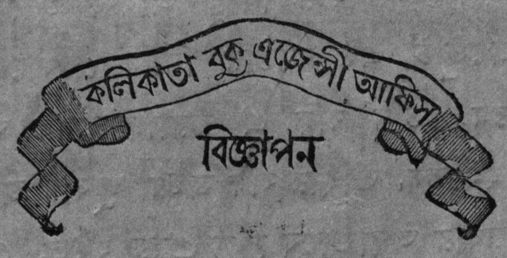

বিজ্ঞাপন

আমরা সাধারণের উপকারার্থে উপরোক্ত কার্য্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। যাহাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্ত্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিরা কলিকাতার নিয়মে পুস্তকাদি প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহাই আমাদিগের অভিলাষ।

যাঁহাদিগের পুস্তকাদির প্রয়োজন হইবে তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলেই পাইবেন। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত বিদেশে পুস্তকাদি প্রেরণ করা যায় না ও কমিশন দেওয়া হয় না।

কলিকাতা নর্ম্ম্যালস্কুল } শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন গুপ্ত। কলিকাতা বুক এজেন্সী আফিসের ম্যানেজার

পাবনা মেডিক্যালহল।

শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র শর্ম্মার
ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধি।

অনেক পুরুষ ও স্ত্রী ধাতু দৌর্ব্বল্য ও ইন্দ্রিয় শিথিলতা জন্য সর্ব্বদা মনঃ ক্লেশে কালযাপন করেন। কোন প্রকার চিকিৎসায় ফল প্রাপ্ত না হইয়া হতাশ্বাস হয়েন।

গরমীর পীড়া, শুক্রমেহ, অতিশয় শুক্র ব্যয় ও অন্যান্য প্রকার অহিতাচরণে শরীর শীর্ণতা ও জীর্ণতা প্রযুক্ত ধাতু অতিশয় দুর্ব্বল হয়, শুক্র পাতলা হয়, ধারণাশক্তি হ্রাস হয় এবং তন্নিবন্ধন মন সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া থাকে।

ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ এখানে প্রস্তুত আছে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। স্ফূর্ত্তি বিহীন মন ও শরীর স্ফূর্ত্তি যুক্ত হইবে, ধারণা-শক্তি বৃদ্ধি হইবে,শুক্র গাঢ় ও পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে।

যাঁহারা এই মহৌষধ গ্রহণে ইচ্ছা করেন তাঁহারা পীড়ার অবস্থা বিস্তারিত রূপে লিখিবেন এবং ঔষধের মূল্য ইত্যাদির জন্য প্রথমতঃ ৫ পাঁচ টাকা পাঠাইবেন। রোগীর নাম, ধাম আমাদিগের দ্বারা প্রকাশের আশঙ্কা নাই।

যাঁহারা নাম অপ্রকাশ রাখিতে চাহেন, তাঁহারা কেবল রোগের বিস্তারিত অবস্থা ও ঔষধ পাঠাইবার ঠিকানা লিখিলে আমরা ঔষধ পাঠাইতে পারিব।

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার হেয়ার
প্রিজারভার।

অর্থাৎ

[যুবা ও মধ্য বয়স্ক ব্যক্তিদিগের শুক্লবর্ণ কেশ যদ্দারা পুনর্ব্বার কৃষ্ণবর্ণ হয়।]

হেয়ার প্রিজারভার কিছু দিন প্রণালী পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে, শুক্লবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হইবে, কেশ ঘন ও পুষ্ট হইবে এবং মস্তকের চর্ম্মের প্রকৃত সুস্থাবস্থা হইবে।

ইহার মুল্য প্রতি সিসি ,, ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ,, ,, ,, ১৷৵

শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
হিম সাগর তৈল।

যাঁহারা সর্ব্বদা অতিশয় পীড়া ও মানসিক চিন্তার জন্য মাথার বেদনা ও অবসন্নতায় কাতর থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী। প্রতি দিন কিছু কিছু মাথায় মাখিলে বেদনা ও অবসন্নতা ক্রমে ক্রমে একেবারে যাইবে। বায়ু প্রধান ধাতুর পক্ষে ও শিরঃ শূল গ্রস্ত রোগীর পক্ষে এই তৈল বিশেষ উপকারী।

ইহার প্রতিসিসির মূল্য ,, ,, ,, ১ টাকা
ঐ ডাক মাসুল সহিত ,, ,, ,, ১৷৵ টাকা

শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার
কলেরা ক্যাম্ফার।

অর্থাৎ ওলাউঠা রোগের কর্পূরের আরক। মাত্রা একবিন্দু হইতে বিশ বিন্দু পর্য্যন্ত, মুল্য আদ ঔন্স সিসি বার আনা, এক ঔন্স সিসি একটাকা ও দুই ঔন্স সিসি ১৷০ টাকা। ডাক মাসুল প্রত্যেকের চারি আনা।

বিলাতি যতপ্রকার ওলাউঠা রোগের ক্যাম্ফার আছে, তাহা অপেক্ষা ইহা মৃদু, উপকারী, ও সহজ ব্যবহার্য্য। প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক সিসি রাখা উচিত।

শূল বেদনা, মহাব্যাধি, ক্ষয়কাশ, গলগণ্ড, মধুমেহ, অর্শ, বহু মুত্র ও সকল প্রকার উপদংশ রোগের ঔষধ বিক্রয়ার্থ "পাবনা মেডিক্যাল হলে" প্রস্তুত আছে।

ঔষধের মূল্যের জন্য যাহারা পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প পাঠান তাঁহারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আদ আনা মুল্যের ষ্ট্যাম্প পাঠান।

জেল।

আলীপুর জেল রিপোর্টে কয়েক জন কয়াদির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তাহার এক জনের বিবরণ এই॥ ইহার বাটি কলিকাতায়, রয়স ১০ বৎসর। পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মাতা জীবিত আছে। মাতা তাহাকে খেতে পরিতে দেয় না এবং সে চোর বলিয়া তাহার মা তাহাকে গৃহে স্থান দেয় না॥ পাড়ার লোকে বলে যে, তাহাকে স্থান দিলে তাহার মাতাকে তাহারা দূর করিয়া দিবে। সে প্রথম গাঁটকাটা অপরাধে তিন মাস ফাটকে যায়। তাহার পর গোলআলু চুরি করিয়া তিন মাস ফাটকে যায়, তাহার পর আবার পর পর তিনবার গাঁটকাটা অপরাধে দণ্ডনীয় হয়। সে খেতে পায় না বলিয়া চুরি করে। সে ধর্ম্মতলার বাজারে কাজ কর্ম্ম করিতে গেলে সেখানকার যত বালকেরা চোর বলিয়া তাহাকে উৎপাত করে। সে কাজ কর্ম্ম পায় না কাজেই পেটের দায়ে চুরি করে॥ আর এক জন চারিবার ফাটক খাটিয়াছে এবং তাহাকে চুরি করার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলে যে, তাহার পৃথিবীতে কেহ নাই, খেতে পায় না বলিয়া চুরি করে এবং জেলে গিয়াছে বলিয়া তাহারে আর কাজ কর্ম্ম কেহ দেয় না। আমরা এরূপও দুই একটী ঘটনা জানি যে,কেহ২ ফাটক খাটিয়াছে বলিয়া সমাজ হইতে স্থগিত হইয়াছে এবং বিবাহ করিতে পারে নাই। সে যাহা হউক যে দুইটি ঘটনা আলিপুর জেল রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গবর্ণমেণ্ট জানিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান জেল প্রণালী কি ভয়ানক। এক জনের বয়স দশ বৎসর ইহার মধ্যে সে ৫ বার চুরি করিয়াছে। তাহার অপরাধ যে, সে খেতে না পাইয়া চুরি করে, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেই অপরাধে ফাটকে দেন, দিয়া তাহার মঙ্গল এই করিলেন যে, লোকে আর তাহাকে এখন বিশ্বাস করে না, কেহ তাহাকে কাজ কর্ম্ম দেয় না এবং তাহার চুরি এখন না করিলে অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়। যদি গবর্ণমেণ্ট জেল স্থিত দুষ্কর্ম্মী দিগের এজাহার লন, তাহা হইলে জানিতে পারিবন যে,এই রূপ কত লোককে জেলে লইয়া হয় চুরি নয় অনশনে প্রাণত্যাগ, এইরূপ দুয়ের এক অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়াছেন। বটে জেলে যে সমুদয় লোক প্রেরিত হয়, তাহার মধ্যে কেহ কেহ হয়ত ইচ্ছা করিলে চুরি না করিয়া থাকিতে পারিত, তাহার মধ্যে বেদে প্রভৃতি কেহ কেহ থাকিতে পারে যাহাদের ব্যবসায় ও ধর্ম্ম চুরি করা,কিন্তু অধিকাংশ লোক যে দুরবস্থা দ্বারা নিষ্পীড়িত হইয়া জেলের আশ্রয় লয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আমরা একটী গল্প শুনি এবং যাহার মুখে শুনি তিনি ঘটনাটি সত্য বলিয়া আমাদিগকে বলেন। এক ব্যক্তির কোন গুরুতর পীড়া হয়, ভারি দুরবস্থা, চিকিৎসার কোন সুবিধা করিতে পারিয়া উঠে না, প্রাণ যায় কি করে। একজন পরামর্শ দিল যে, চুরি করিয়া ফাটকে গেলে চিকিৎসা হইতে পারে। সে এক জনের একটী কাঁঠাল চুরি করিল এবং পোলিসের হাতে আপনি ধরা দিল। মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সমুদয় চুরির কথা স্বীকার করিল। মাজিষ্ট্রেট প্রথম অপরাধ বিবেচনায় তাহাকে কয়েক বেত মারার হুকুম দিলেন। সে যে জন্যে চুরি করে তাহার কিছুই হইল না, মধ্য হতে বেতের আঘাত মিছা মিছি খাইতে হইল। পূর্ব্বে তাহাকে যে চুরি করিতে পরামর্শ দেয় সে তাহাকে কোন অধিক দামের দ্রব্য আবার চুরি করিতে বলিল। তদনুসারে সে একটি ঘটি চুরি করিল। হাকিম আবার বেতের হুকুম দিলেন। সে তখন ক্রন্দন করিয়া বলিয়া উঠিল, ধর্ম্মাবতার! আমাকে ফাটকে দেন, আমি দুইবার ফাটকে যাইবার নিমিত্ত চুরি করিলাম, কিন্তু আমি এমনি হতভাগা দুইবারই আমার প্রতি বেতের হুকুম হইল। হাকিম তখন সবিশেষ সমুদয় শুনিলেন এবং তাহাকে বেত না মারিয়া ফাটকে পাঠাইবার আদেশ দিলেন। আমরা আর একটী ঘটনা সাতক্ষীরায় চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি। এক ব্যক্তি এরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়া চুরি করে যে, সেখানকার দয়ালু মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ফাটকে দিয়া তাহার পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত আপনার কয়েক জন বন্ধুকে একটী চাঁদা তুলিতে বলেন। গবর্ণমেণ্টের জেল করার দুইটি উদ্দেশ্য থাকা কর্ত্তব্য। এক সমাজ কণ্টক দুষ্কর্ম্মী দিগকে আবদ্ধ রাখা ও তাহাদিগকে সংশোধন করা কিন্তু বর্ত্তমান প্রণালী দ্বারা তাহার বিপরীত ফল ফলিতেছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে জেল সম্বন্ধে একটি প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্টের প্রদর্শিত তালিকা দ্বারা সপ্রমাণ করি যে, রাজ্যে দুষ্কর্ম্মীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এবং যত দিন দোষী দিগকে এইরূপ জন সমাজে দাগি করিয়া গবর্ণমেণ্ট প্রেরণ করিবেন, তত দুষ্কর্ম্মের সংখ্যা না কমিয়া বরং বৃদ্ধি পাইবে।

আমরা জেল সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ লিখিতেছি, কিন্তু আমরা ভরসা করি আমাদের পাঠকবর্গ ইহাতে বিরক্ত হইবেন না॥ এদেশের জেল জরাসিন্ধুর কারাগার। জেলে মনুষ্যের প্রতি পশু হইতে অধম ব্যবহার করা হয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার বলি যে, যশোহর জেলে মানুষ দিয়া নাঙ্গল চষাণ হইতেছে। মানুষ দিয়া নাঙ্গল চষাতে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ের সাশ্রয় নাই, প্রত্যুত অধিক ব্যয় পড়ে। কেবল তাহারা কয়াদি এই বলিয়া তাহাদের প্রতি এইরূপ জঘন্য ব্যবহার কিন্তু আমরা জানিনা যে, যে মাজিষ্ট্রেট এই কঠোর নিয়ম সেখানে প্রবর্ত্তনা করেন, তিনি যদি ঐ কয়াদিদিগের অবস্থায় অবস্থিত হইতেন, তাঁহার যদি জঠর ক্ষুধায় জর্জ্জরিত হইত, পরিবার অন্নাভাবে মৃত্যু প্রায় হইত, কোথায় কোন উপার্জ্জনের সুবিধা না হইত তবে তিনি কি করিতেন? জেলের কঠোর শাসন ত এই রূপ, আবার তাহার উপর ক্যাম্বেল সাহেবের নূতন নিয়ম, তাঁহার ইচ্ছা জেলে যতকঠোর শাসন হয় তহই ভাল। সেখানে মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি না হউক পূর্ব্বাপেক্ষা যাহাতে না কমে এই রূপ উপদেশ তিনি দিয়াছেন॥ শুদ্ধ ইহা নয়। আমাদের আর একটী সর্ব্বনাশ উপস্থিত। ষ্টেট সেক্রেটরি নূতন ফৌজদারি আইন রদ করিলেন না, আর ১৫ দিন পরে দেশের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিবে।

আমাদের সাধারণ মত নাই।

বাঙ্গালীদিগের ঐকত্য নাই, এটি পুরাতন কথা। কোন বিদেশীয় ব্যক্তি এক জন বাঙ্গালীকে মারিলে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে চুঁ শব্দটিও হয় না। হেষ্টিংস সাহেব নন্দ কুমারকে ফাসী দিলেন আর বাঙ্গালীরা হা করিয়া তাকাইয়া দেখিল॥ আবার মেকালেসাহেব সেই হেষ্টিংসের চরিত্র লিখিতে গিয়া বাঙ্গালীজাতিকে গ্লানি করিলেন, আর বাঙ্গালীরা অবিচলিত হৃদয়ে তাহার সেই গ্রন্থ পাঠ করেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যদি সধারণ মত থাকিত, তবে মন্‌ট্রিফ সাহেব নারী শ্রেষ্ঠ হিন্দু মহিলাদিগকে অবমাননা করিতে সাহস করিতেন না, সে দিন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায় এক জন পাদরী সাহেব বৃন্দাবনের তাবৎ স্ত্রীলোককে অসতী বলিতে পারিতেন না, সার মডাণ্ড ওয়েল্‌স বিনা কষ্টে দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন না ও ইংরেজ সম্পাদকদিগকে এরূপ হৃষ্ট পুষ্ট দেখা যাইত না। বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যদি কেহ একটু তেজস্বীতা দেখাইয়া বিপদ গ্রস্থ হইলেন, অমনি সকলে তাঁহাকে দেখিয়া গা ঢাকা দিল, তিনি বাঁচুন আর মরুন কোন খোঁজ খবর নাই। শুদ্ধ ইহা নয়, তাঁহাকে তিরস্কার পর্য্যন্ত করিতেও ত্রুটি করেন না। আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু ক্ষেত্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলে কটি লোক তাঁহার সহিত সম বেদিতা দেখাইয়া ছিলেন? বাবু পিয়ারী চরণ সরকার যখন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ করেন তখন কটি লোকের তিনি অনুগ্রহ ভাজন হইয়া ছিলেন? নিজের কথা বলিতে নাই, কিন্তু পাঠক মাপ করিবেন, যখন লাংবেল মকদ্দমায় পড়িয়া আমরা ঘোর বিপদ গ্রস্থ হইয়া ছিলাম, তখন গুটি কতক লোক ভিন্ন আর সমুদয় বাঙ্গালী আমাদের উপর খড়্গ হস্ত। কিছু দিন হইল আমাদের একটী বন্ধু রেল শকটে যাইতে ছিলেন। তিনি যে গাড়ীতে ছিলেন, সেই গাড়ীতে একজন হিন্দুস্থানী মুসলমান ছিল। সে কোন সাহেবের খানসামা॥ অকারণে সে এক জন ভদ্র লোককে গালি দিতে লাগল। আমাদের বন্ধু ভদ্র লোকটার পক্ষ হইয়া মুসলমানকে চুপ করিতে বললেন। ইহাতে গরম হইয়া সে উক্ত ভদ্র লোকটীকে ছাড়িয়া আমাদের বন্ধুকে কটু কাটব্য বলিতে লাগল। যে ভদ্র লোকটীর সাহায্যে তিনি গিয়াছিলেন তিনি বাক্যও বলিলেন না। আরো বিশ ত্রিশ জন বাঙ্গালী সেই গাড়ীতে ছিল, তাহারাও চুপটি করিয়া বসিয়া শুনিতে লাগল। আমাদের বন্ধু অপ্রস্তুত হইয়া বোকার মত বসিয়া থাকিলেন। উপরে যে ঘটনাটি লিখিলাম এরূপ ঘটনা সচরাচর আমাদের মধ্যে ঘটিয়া থাকে॥ যদি আমাদের সাধারণ মত প্রবল থাকিত ও জাতি বন্ধনী সুদৃঢ় থাকিত, তবে আমাদের দশা এরূপ হীন হইয়া পড়িত না॥ ইংলণ্ডে একটী লোক অন্যের উপর অন্যায় আচরণ করিলে দেশ সমেত লোক তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, তাহাকে ঢিল মারিবে ও যে পর্য্যন্ত সে অপদস্থ না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহাকে ছাড়িবে না। এই নিমিত্ত অতি কম লোকে সেখানে কোন অন্যায় করিতে সাহস করে ও সাধারণ মতের ভয়ে কোন প্রকাশ্য স্থানে যাইতে আশঙ্কা করে। অবশ, চির পরাধীন থাকাতে আমাদের সমাজ বন্ধনী শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, ঐক্যতা শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের স্মরণ করা উচিত যে আমরা আর্য্য বংশ সম্ভূত।

যে শোণিত সেকালের মহা মহোপাধ্যায় হিন্দু মহাত্মাদিগের শরীরে সঞ্চালিত হইত, আমাদের শরীরেও সেই শণিতের অংশ বিরাজমান রহিয়াছে, অতএব যদি আমরা অধীনতাকে পরাভব করিয়া আমাদের স্বাতন্ত্র্য ভাব রক্ষা করিতে না পারিলাম তবে আমাদিগকে আর্য্য বংশ বলিয়া পরিচয় দেওয়া উচিত নয়। যাবৎ সামাজিক শাসন আমাদের মধ্যে পুনঃস্থাপিত না হইবে, যাবৎ সাধারণ মত প্রবল না হইবে, যাবৎ ঐক্যতা শৃঙ্খল সুদৃঢ়ীভুত না হইবে, তাবৎ আমরা হাজারই সভ্য হই, হাজারই সুশিক্ষিত হই, দেশ হাজারই জাঁক জমকে পরিপূর্ণ হউক, আমাদের সকল উন্নতি বিড়ম্বনা মাত্র, সকল আশা আকাশ কুসুম বৎ।

লর্ড নর্থব্রুক গত বৃহস্পতি বারে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। হাবড়াতে লেপ্‌টনাণ্ট গবরনর ও কলিকাতার অন্যান্য প্রধান রাজ পুরুষেরা তাঁহাকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গবরনর জেনেরল ও লেফ্‌টনাণ্ট গবরনর প্রভৃতি ষ্টিমারে হাবড়ার ঘাট পার হন, তাহার পর ষ্টেট গাড়ীতে গবরণমেণ্ট হাউসে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি হাবড়ায় পৌঁছিলে গড়ে তোপধ্বনি করার নিমিত্ত নিশান তোলা হয়, কিন্তু তত্রাচ তোপধ্বনি হইতে বিলম্ব হয়, এই নিমিত্ত হাবড়ার ঘাট হইতে একটী হাউই ছোড়া হয় এবং আমরা শুনিলাম সেই হাউই ছুটীয়া এক জন মেমের গায় পড়ে এবং কাপড়ে আগুণ ধরিয়া তাহার শরীর দগ্ধ হইয়া যায়। হিন্দু ধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা গবরনর জেনেরলের বৃহস্পতি বারের বার বেলায় কলিকাতায় পদার্পণ করায় কিছু কষ্ট পাইয়াছেন। যাহা হউক জগদীশ্বর লর্ড নর্থ ব্রুককে কুশলে রাখেন [illegible] সকলের প্রার্থনা।

ষ্টেট সেক্রেটরি আমাদের নূতন ফৌজদারি আইন সম্বন্ধীয় প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই [illegible] সম্বাদ শুনিয়া মফস্বলের লোকের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইবে। ফৌজদারী আইন পাশ করিয়া গবরণমেণ্ট কি ভয়ানক কাজ করিলেন তাহা অচিরাৎ সম্ভবত জানিতে পারিবেন। ফল এ আইনটী কেবল আমাদের অমনোযোগ বশতঃ বিধিবদ্ধ হইল॥ কলিকাতায় যাঁহারা বাস করেন তাঁহারা ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টে বাস করেন না, তাঁহারা মফস্বলের লোকেরা কত অবিচার অত্যাচার সহ্য করে তাহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন না। এবং আমাদের অনেক কষ্টের কারণ যে আমরা সকল বিষয়ে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। কলিকাতায় নূতন ফৌজদারী আইন জারি হইবে না, রোড সেস কলিকাতায় নাই, সুতরাং তাঁহারা এ সমুদয় বিষয় যে কি ভয়ানক, ইহা দ্বারা যে কত অত্যাচারের সম্ভাবনা তাহা অনুভবও করিতে পারেন না। তাহারা জানেন ইনকম ট্যাক্‌স সকল কষ্টের কারণ এবং ইহাই উঠান সকলের আগে উচিত। যদিও গত বৎসর ৮০০ লোকের মধ্যে আমাদের এক জনের ইনকম ট্যাকস দিতে হইয়াছে, সম্ভবতঃ এবার ২০০০ হাজারের মধ্যে এক [illegible] দিতে

হইবে। সে যাহা হউক এক্ষণে উপায় কি। এ আইনে জমিদারগণের বিশেষ ভয়ের কারণ। এরূপ মাজিষ্ট্রেট প্রায় দেখা যায় না যিনি জমিদারগণের উপর না চটা। আমরা জানি কোন কোন জমিদার কেবল মাজিষ্ট্রেটের ভয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা জানি এই আইন জারি হইলে এত দিন অনেক জমিদারের ফাটকে যাইতে হইত। ষ্টেট সেক্রেটরি কিছু করিলেন না, কিন্তু এখানেই আমাদের ক্ষান্ত দেওয়া উচিত না। এ আইন যাহাতে রদ হয় তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমাদের বিবেচনায় দেশ সমেত লোক চাঁদা করিয়া টাকা সংগ্রহ করুন এবং এক জন যোগ্য দেশীয় কি ইংরাজকে ইহার নিমিত্ত ইংলণ্ডে প্রেরণ করুন। স্বাধীনতা প্রিয় ইংরাজ জাতি আমাদের বিপদের কথা শুনিলে কখনই অমনোযোগ দিবেন না।

এদেশের লোকেরা যে এত মকর্দ্দমা প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন তাহার প্রধান কারণ ইংরেজী আইনের জটিলতা। এ দেশীয়রা স্বভাবতঃ মকর্দ্দমা প্রিয় নহেন, তাহা হইলে সেকেলে লোকেরা মকর্দ্দমার উপর এরূপ চটা হইতেন না। আর একটী বলবৎ কারণ ঋণ করা। এদেশীয় লোক দিগের অবস্থা এরূপ দৈন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা ঋণ না করিলে আর জীবনোপায় করিতে পারে না। আর যে একবার ঋণ করিয়াছে সে আর প্রায় পুরুষানুক্রমে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পায় না। পরিমাণ মত ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে যে এত বেশী মকর্দ্দমা তাহার কারণ আর কিছুই বলিয়া বোধ হয় না, কেবল এদেশীয় দিগের ঋণগ্রস্ত হওয়া। ইংলণ্ডে দশটি পরিবারের মধ্যে নয়টির মহাজনের সঙ্গে কোন [illegible] নাই, ভারতবর্ষে দশটী পরিবারের মধ্যে নয়টির ধার না করিলে চলে না॥ পঞ্জাবে [illegible] দুই লক্ষ দেওয়ানি মকর্দ্দমা হয়, তন্মধ্যে এক লক্ষ [illegible] হাজারটি ঋণ আদায় সংক্রান্ত। ইংরাজেরা আমাদিগকে সভ্যতা শিখাইতেছেন, কিন্তু এদিকে আমাদের হাঁড়ি শিকায় উঠিতেছে, দেশ ধন শূন্য হইয়া পড়িতেছে, আমরা ঋণজালে আবদ্ধ হইতেছি আবার সেই সঙ্গে ২ আমাদের মকর্দ্দমা প্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমরা লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণরের একটি সৎকার্য্যে পরম সন্তোষ লাভ করিলাম॥ পূর্ণিয়ার যে গর্ভবতী স্ত্রীলোকটিকে ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হয় ও যাহার নিমিত্ত মেঃ গোলডেক নামক একজন দয়ালু পাদরি সাহেব ডেলিনিউসে লেখেন, কাম্বেল সাহেব তাহার ফাঁসির হুকুম রদ করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। ক্যাম্বেল সাহেবের অন্যান্য যে দোষই থাকুক, তাঁহার হৃদয় যে বিলক্ষণ কোমল তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

আগামী শনিবারে ন্যাসনাল থিয়েটারে নীল দর্পণের অভিনয় হইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিমলিখিত কয়েকখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা, রাজঃ শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরেণ প্রণীতঃ। ২। ঐতিহাতিক উপন্যাস শ্রীগজপতি রায় দ্বারা সঙ্কলিত। ৩। বীরাঙ্গনা উপখ্যান, শ্রীচন্দ্র নাথ বন্দ্যোপায় প্রণীত। ৪। চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, শ্রীদক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রনীত। মহাকবি কালিদাস ও ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত, শ্রীযুক্ত রামদাস সেন প্রণীত।

কলিকাতায় এই সময় প্রায় বরাবরই জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এবারও হইয়াছে। আমরা শুনিলাম ও কোন কোন স্থলে চাক্ষুষও প্রত্যক্ষ করিলাম যে অনেক পরিবারের মধ্যে জলটুকু দেয় এমন লোকটিও নাই॥

আমরা এ পত্রখানি এস্থলে গ্রহন করিলাম:—

"গত কল্য জেলা যশোহরে নূতন একটী ঘটনা হইয়াছে। শ্রীযুত বাবু উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সেরিস্তাদারকে অত্রস্থ জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব জরিমানা করায় সেরিস্তাদার জরিমানার মাপ প্রার্থনা করেন। কিন্তু জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক ঘণ্টা কয়েদ ও অতিরিক্ত ১০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন। এ বিষয় বড় সাহেবকে জানাইয়াছেন, কিরূপ বিচার হয় পশ্চাৎ জানাইব॥ এরূপ অবিচার চাকরের পক্ষে হইলে চাকরি আর করিতে হইবেক না।"

যশোহরের বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট স্মিথ সাহেবের আমরা খুব সুখ্যাতি শুনিতে পাই। আমরা ভরসা করি, তিনি এবিষয় তদন্ত করিয়া সদ্বিচার করিবেন।

—গত কল্যের কলিকাতা গেজেটে বিগত চারি মাসে লবণের অবস্থা কিরূপ ছিল তদ্বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে সর্ব্ব সাকল্যে ২৬০১০৮৫ মন লবণ বিক্রীত হইয়াছে। গত বৎসর ঐ সময় ২৪২২৯৫৬ মোন বিক্রীত হয়। লবনের শুল্ক বাদে ৮৪৫৩৫২৬ টাকা আদায় হয় অর্থাৎ গত বৎসর অপেক্ষা ৫৭৮৯১৯ টাকা বেশী আদায় হইয়াছে।

আমাদিগকে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, যশোরের থানা কেশবপুরের অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রামে বসন্তরোগে বিস্তর গরু মরিতেছে। কিছু কাল হইতে গবর্ণমেণ্ট গবাদির পীড়ার প্রতি মনোযোগ দেখাইতেছেন। ফল এটী যতদূর গুরুতর সেরূপ মনোযোগ বোধ হয় অদ্যাপি দেখান হয় নাই। ভারতবর্ষের উন্নতির বারো আনা কৃষি কার্য্যের উপর নির্ভর করে, আর গরু না থাকিলে কৃষি কার্য্য চলে না। কিন্তু কি কৃষাণ কি জমিদার কি গবর্ণমেণ্ট সকলেই ইহার প্রতি অত্যন্ত তাচ্ছিল্য দেখান। অন্যান্য দেশের ন্যায় এখানে লোকে গবাদির উৎকর্ষ করা প্রয়োজন বোধ করে না, জানেও না। পূর্ব্বে জমিদারগণ নিষ্করে কিম্বা অল্প করে প্রতি গ্রামে গোচরণের মাঠ রাখিতেন। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধোপলক্ষে বৃষ উৎসর্গ ও উহা উৎসর্গকারীর কি সাধ্যারণ্যের যত্নে প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত ও এই রূপে কিয়ৎ পরিমাণে গোরুর উৎকর্ষ সাধিত হইত। এখন শাস্ত্র ও সামাজিক শাসন ক্রমে শিথিল হইয়া এই দুইটী নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হইতেছে। বৎসর কত গোরু মরিতেছে তাহা নিশ্চয় জানিবার যো নাই, তবে দুগ্ধ ঘৃত ও গরুর মূল্যের বৃদ্ধি দ্বারা ইহা কতক বুঝা যাইতে পারে। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে ইহার মূল্য কোন স্থলে চতুর্গুণ হইয়া উঠিয়াছে। ফল গ[illegible] দিন যেরূপ অল্প হইতেছে [illegible] বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকা উচি[illegible]

We are glad to see it stated that the Lieutenant Governor of Punjab has refused to extend the Gambling Act to most places in the Muffosil. This displays a wise discretion on the part of His Honor which we wish were more generally imitated by our administrators. Next to the multiplication of taxes, the most successful means that could be devised for harrassing a people is to multiply offences and fix punishments for them under the pretence of suppressing them. Like an over-medicated system, a country inundated with the stream of over-legislation can never attain to its natural vigor and health and a prohibitory law for one crime only creates the necessity of several others. Here in India, the administration of the Penal Code is largely in the hands of a relentless and convicting Executive, and a corrupt and unprincipled Police, and the people mostly unaccustomed to the nice and strict discipline of the law, it is therefore a question which atracts the serious consideration of many liberal-minded people, whether in a country like this, greater mischief is likely to arise from ignoring a crime or attempting to suppress it. The Gambling Act is specially to prove a dangerous weapon in the hands of the Police. Even in the heart of the metropolice it is notorious how private houses are entered into and the peace of the residents disturbed under the pretence of hunting down gamblers, while the professed gamblers trampling down the law in the open day light under the very nose of the police are never noticed by it.

———ooo———

Criminal Procedure Code.—His Grace the Duke in a despatch to the Governor General in Council informs the British Indian Association with reference to their memorial against the Criminal Procedure Code that he cannot accede to their request until the necessity for amending certain sections of the Code has been practically demonstrated. But he hopes Government will watch its operation carefully. We dare say the other numerous memorials sent from Bengal and other parts of India will be similarly disposed of. This piece of information which we gather from the *Patriot* has placed us in a great dilemma. We have so often told that this or that measure has created universal discontent, that the expression no doubt carries no longer any weight in it. The income tax caused universal discontent, the road cess ditto, the education ditto, and this we have been telling our rulers till our voice became hoarse, but yet the sun shone, the moon made her periodical visits, the rains fell, our rulers laughed and the natives tilled the ground. The taxes have been collected, the Colleges demolished, in spite of the universal discontent. If we then simply say that the decision of the State Secretary in the matter of the Criminal Procedure Code will create universal discontent, or deep discontent, or a want of confidence in the good motives of our Government, it will be mere waste of pen, ink, paper and time, and blunting few telling expressions. If we go a step beyond and say that the natives will resist the carrying out of this law by force, it will be neither true and what is worse nor [illegible] English Government secures to [illegible] advantages, which it is [illegible] along with the Criminal [illegible] we are quite sure that natives will never rise against the authority of government. But there is a feeling which is stronger than dissatisfaction, a medium between discontent and disaffection, and the carrying out of this law will create *that.* The distinction may be very nice, nevertheless there is a distinction and we shall try to show it. When the first alarm spread into the country, that Government was not going to encourage higher education, the discontent was real and deep but it was confined to the intelligent classes, the masses were quite indifferent whether differential calculus or shoobhankaree were taught in our educational institutions. But amidst this dark atmosphere of despair, there were few rays of hope which kept the spirits of the natives up. What these rays of hope were, it is not the place to discuss but as a matter of fact we know the natives hoped and still do hope. The different political bodies of India have strongly protested against certain provisions and the general tone of the code, but so different political bodies protested against the educational policy of Government. Under such circumstances it is difficult to determine which of the measures created the greatest discontent. The Joyrampore Ryots Association composed of five ryots only, memorialized the Governor General against the Code, but poorer ryots never expressed nor had they any direct interest to express their opinion in the educational policy of Government. In the matter of education the wrath of Government was directed against Bengal and against the intelligent classes, but the new Code will affect all India and all classes of people alike. The one measure proposed to take away education, and the other liberty. Ignorance is an evil but slavery is a greater curse, so that while benevolent England has spent a vast sum of money for the abolition of slavery amongst a people different in color, creed and nationality, she has as yet done very little to remove the mire of ignorance in which the lower orders of her people are wallowing. Is the Criminal Procedure Code calculated to enslave a nation? On this point the whole nation is agreed, both natives and Europeans. Whether we look to the columns of such respectable paper as the *Englishman*, the *Friend*, or the *Observer*; whether we ask the opinion of such unbiased civilians as Mr. Broadley, we can arrive but at one conclusion. The Code almost does away with the necessity of advocates, pleaders and appeals in India, and where there is no appeal, no pleading, no hearing and consequently no defence, there is no liberty. A man who is once charged with a crime under this Code is for ever lost to society, he is never afterwards a free man. The Duke wishes to see the practical operations of this Code before passing any opinion upon it. It is very hard to tell what the effect would be. It is said the Negros of America would have become extinct long ago, but for fresh importations from Africa. Some animals thrive under servitude but it is doubtful whether human animals would ever thrive in a cage. We believe there is no more energy in our countrymen even to cry, and this piece of news which we have the misfortune to record today will penetrate deeper into their hearts than any which ever did before, even during the Mussalmans. A settled despair will take possession of the thinking portions of the nation. Lord Northbrook did his best—did he though? He took no responsibility upon himself; as a new comer he referred the matter to the State Secretary. We have yet to know, who is responsible for the good Government, if the Duke, the post of the Viceroy is a sinecure; if the Governor General, masterly inactivity was not the proper course for him to adopt. He very well knows, at least he ought to know, that this Code has thrown the nation into a frenzy of despair. Where are we to go now, what are we to do now? Is there no hope? None? Hope refuses to come. Heaven defend us! We can weep to him for our cry is not heard in this mundane sphere. Let us observe henceforth the *first of January* as a day of national mourning.

———ooo———

The wealth of England.—Mr. Townsend has sent a remarkable paper for publication in the *Friend* containing a list of all persons who have died in England in the last ten years leaving personal property exceeding 25 lakhs of rupees. The list contains 160 names. The names of some of the prominent men are given below.

May 21, 1864—Sir W. Brown, Richmond Hill, Liverpool—£900,000.

Dec. 24, 1864—Hudson Gurney, Keswick, Norfolk, and St. Jame's—£1,100,000.

July 22, 1865—Richard Thornton, Esq.—£2,800,900.

Sep. 15, 1866—Don Pedro Gonzales de Candamo, Lima—£800,000.

Nov. 24, 1866—Peter Arkright, Esq., Will ersely—£800,000.

Sep. 7, 1867—W. Crawshay, Esq. Caversham Park, Oxen—£2,000,000.

March 14, 1868—Samuel Eyres, Esq. Armley, Leeds—£1, 200,000.

Mar. 27, 1859—Joseph Crossley, Esq. Bromfield Halifax—£900,000.

June 5, 1859—Samuel Scott, Esq. Cavendish Square—£1, 400,000.

Oct. 16, 1869—W. H. Forman, Esq., Pippbrook House, Dorking—£1,000,000.

Jan. 1, 1870—Marquis of Westminster—£800,000.

March 12, 1870—Thomas Fielden, Esq., Wenfield Crumpsell—£1,300,000.

Oct. 22, 1870—John Brocklehurst, Esq., Macclesfield—£800,000.

Dec. 10, 1870—Thomas Thornton, Esq., Brixton—£900,000.

March 11, 1871—Baron Nathaniel de Rothschild—£1,[illegible].

June 15, 1872—Sir F. Crossley. M. P.—£800,000.

The writer says that you will observe that this list makes no reference to landed estates, and there is another point to be considered. The word "personalty" includes the estimated value of any business of which the testator may have died possessed. It is the custom to estimate such businesses at a very low figure, a shop for instance being taken as worth three years' purchase, a newspaper one year and a brewery four or five years. This is fair enough because all these things may be readily destroyed, but if they last their real value is very much in excess of the figure assumed by the official appraiser. The general result is that every year twelve persons worth on an average £400,000 in personal property die in Great Britain, and that there must be in the country at least 360 persons possessing that amount, exclusive altogether of the far more numerous class who possess an equivalent in land. From calculations he has heard he believes that about 2,500 persons in England possess incomes exceeding £20,000 a year, while the number receiving more than £5,000 is at least five times as great. The enormous number of these wealthy men, and especially the number of the very wealthy—there are 250 [illegible] m £75,000 to £350,000 a year

realized—affects society profoundly and is one main cause of the new habit of expenditure so noteworthy in English society.

The list is evidently incomplete and defective, indeed, it is very difficult to compare the wealth of India and England from the above list. We have very few merchants and bankers in India. Whatever wealth we have, we have with our Zeminders, and the list makes no reference to landed estates. There was a year in which license tax was imposed upon trades and professions, when the landed proprietors were exempted. This was in 1867. In the license tax report of that year, it appears that out of 66 millions the population of Bengal, 1,88,223 men had incomes above 200 Rs. a year or about 17 Rs a month. Now one hundred and eighty-eight thousand is an infinitesimal portion of 66 millions. Of these, 354 men only had incomes above ten thousand of rupees, and 929 above one thousand and below ten thousand. Mr. Townsend says that about 2,500 persons in England possess incomes exceeding two lakhs a year, while the number receiving 50 thousand is greater than 12,500. The number of persons whose income is between five hundred and thousand a year in Bengal is fourteen thousand. The number of persons in England whose incomes are 50 thousand a year is 12,500. The population of Bengal is 66 millions, that of England 22 millions less than $\frac{1}{3}$*rd* of the number so from the above calculation it appears that England is more than hundred and fifty times richer than Bengal. The number in England who has an income of 2 lakhs a year is 2,500, but men (Bengalees) with such large incomes irrespective of incomes from landed property are if not absolutely wanting in Bengal, so very rare that they will never reach half a dozen. From this calculation, it appears that England is thousand times richer than Bengal.

Mr. Torrens M. P. after a careful [illegible]lation finds that the total producti[illegible] the Indian Empire is under £ 3[illegible]) a year, that of the United Ki[illegible]ut £ 900,000,000 sterling. T[illegible] of the United Kin[illegible]dom is about 25 millions and that of India 225 millions. Thus in England, every person grows Rs. 360 a year and in India Rs. 13 As. 8. From this calculation which appears to be very sound if Mr. Torrens has not failed which is not likely, England is 30 times richer than India. This would give also a taxation of 3 shillings 4 pence in the pound in India and less than one shilling eight pence in the pound in England. So though India is thirty times poorer, it is three times more heavily taxed than England. And England is the most heavily taxed country in the world, excepting perhaps the United States. India is the poorest country in the face of the earth and England the richest. Yet England taxes us her dependants three times more heavily than she taxes her own children. Yet England has on many occasions saddled India with expenses which legitimately she should have incurred. Yet Enigand makes India pay for the Persian Embassy, and such other expenses, and we fear, intends to throw the burden of Zanziber expedition upon India. Yet Englad is unkind enough to send out annually a large number of her children here at large costs which we can ill afford to bear. May we not state after this with Caractacus that why people with such abundance at home should covet a portion of the Rs. 13 that we grow annually! It is said that thousand Scotchmen lately applied for three or 4 vacant posts in the Forest Department of India.

Here is then the secret why discontent prevails from one end of the country to the other. Here is then the secret why the people of India tremble at the name of further taxation. It is thus why Mr. Campbell's Municipality Bill alarmed the whole country and it is for this why a loud protest was raised against the road cess and other local taxes. Mr. Grant Duff triumphantly stated in the Parliament that after all the whole amount of the local taxes raised in India does not exceed five millions a year. Mr. Grant Duff has yet to learn that oftentimes it is not the amount of the tax but the mode of realizing it that harrasses the people. And is five millions a small sum in India? Five millions in India is 150 millions in England and we would like to see a financier attempting to realize the above sum from the English tax-payers.

—000—

THE MOHARAJAH HOLKAR.—The "Friend" is furious with the Moharajah Holkar because he had the audacity when fastening an offering on the Viceroy's neck to exclaim, "Let this symbolize the ties which unite our "two Governments" This expression is considered by the "Friend" to be insolent. India has, from time immemorial been governed by petty princes, who paid a nominal tribute to the Emperor or "satradhipoti" and in return enjoyed all the honors and privileges of independant Sovereigns. And the British Government, though it has saddled the princes with political agents because it is foreign in its nature has wisely adopted the custom. It was in 1862 11th March Lord Canning in his celebrated proclamation to the native princes virtually acknowledged their independances. The Friend calls the offering made on Lord Northbrook as a tributary offering, but he forgets that Holkar is no tributary, for he pays no tribute. It is very curious how low minded Anglo Indians show their temper, whenever the "Native" Princes show an attempt to maintain their dignity. Holkar is no ordinary prince. He is no doubt bound by the treaty to be loyal to the British Government, but in other respects, he is as much independant as a[illegible]other prince of Asia or Europe. The [illegible] the Moharaja is upwards of 40 lacks a year and he receives a salute of 21 guns in his own dominions and 19 in the British. His state contains an area of 8300 miles which is almost as large as Belgium and larger than many of large German States. The only defect in his title of sovereignty is that if the British Government so purposes, it can dispossess him of his throne tomorrow. Well, in that case the Ameer of Cabul, or the Emperors of China and Japan, the Kings of Persia and Burmah are no soverigns, for none of them can withstand the proweress of British bayonets. The "Friend" in his wrath makes a curious statement, and says that the Moharajah rack-rents his ryots. For the British people to say so to the Native states is we believe somewhat—impudent. We have shown in another column that India is three times more heavily taxed than England, and Holkar taxes his subjects "only 11as per head." The British India Government taxes only Rs. 3 to 4 per head! And Holkar rack rents his ryots! And this statement is made by perhaps the most respectable journal of India! If there was any impropriety in the expression, Lord Northbrook would have noticed it; or he was too good a gentleman to notice it. It is for the public to judge whether the loyal Prince in using the expression alluded to above, or the Editor who criticised it, was more insolent.

সংবাদ।

—রাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সূতিকা জ্বরে শঙ্কটাপন্ন হন॥ এলোপ্যাথি ডাক্তারগণ জওয়াব দেন। তখন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা হয়। মহেন্দ্র বাবু যখন তাঁহাকে দেখিলেন, তখন তিনি মুমূর্ষ অবস্থাপন্ন, কিন্তু হমিওপ্যাথি চিকিৎসকেরা কোন রোগে নৈরাশ হন না। তিনি যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা আরম্ভ করিতে লাগিলেন এবং আমরা আহ্লাদের সঙ্গে প্রকাশ করিতেছি. রাজা যতীন্দ্র মোহনের কন্যা একরূপ নির্বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছেন।

—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম যে, বাবু রাজেন্দ্র লাল মিত্রের উড়িষ্যা বিষয়ক রিপোর্ট মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট ৭৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

—অমৃতসরে মলিন্স সাহেব নামক এক জন উকীল ও তাঁহার পিতা একখণ্ড গরুর মাংস প্রকাশ্য রূপে তাঁহাদের বারাণ্ডায় ঝুলাইয়া রাখেন। ইহাতে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত শীক সম্প্রদায়ীস্থ লোক অত্যন্ত মনঃকষ্ট পান ও তাহারা সাহেবদ্বয়কে এই বিষয় বলেন। কিন্তু সাহেবেরা উহাতে কর্ণপাত না করিয়া গোমাংস খণ্ড তাহাদের গাত্রে নিক্ষেপ ও অন্যান্য রকমে তাহাদিগকে অপমান করেন। এই নিমিত্ত মলেন্স সাহেব ও তাহার পিতা দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছেন। মকর্দ্দমার চূড়ান্ত বিচার সত্বর হইবে।

—এরূপ জনরব শুনা যাইতেছে যে লর্ড নর্থব্রুক স্থানীয়কর সর্ব্বত্র প্রচলনের পক্ষে তত সম্মত নন। যদি এটী সত্য হয় তবে সম্ভবতঃ মিউনিসিপ্যালিটি আইনটী বিধিবদ্ধ হইবে না।

—খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচলনের কতদূর কি হইয়াছে ইহার সবিশেষ অনুসন্ধাম করিবার নিমিত্ত আলাহাবাদে একটী সভার অধিবেশন হইতেছে। এখানে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হইতে মিসনারিগণ একত্রিত হইতেছেন। বাঙ্গালা হইতে কয়েকজন ধর্ম্ম যাজক তথায় রওনা হইয়াছেন এবং আর জন কয়েক সত্বর সেখানে রওনা হইবেন॥ এসভাটী এইবার দিয়া চারিবার বসিবে। প্রতি দশ বৎসরে ইহার সমবেশন হয় এবং এক একবার এক একস্থানে উহার সমবেশন হইয়া থাকে। এখানে সকল সম্প্রদায়ী খৃষ্টান মিশনারীরা উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং এক একজন এক এক বিষয়ে এক একটী বক্তৃতা পাঠ করিয়া থাকেন। এই বক্তৃতা গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াথাকে।

— বারুইপুরের জমিদার বাবু রাজেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমরা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছি যে বারুইপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক সভা আগত ১লা জানুয়ারিতে হইবেক।

—আমরা শুনিলাম ইউইলসন হটেলের নিকট এক জন ডাক হরকরা গাড়ী চাপা পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে।

—বিলাতে দুইজন আত্মহত্যা হওয়া সাব্যস্ত করিয়া উভয় পরস্পরকে গুলি করে। গুলিতে একজনের প্রাণত্যাগ হয়, অপর ব্যক্তি জীবিত থাকে। জীবিত ব্যক্তি পোলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া রাজ বিচারে নীত হয় এবং জুরিরা তাহাকে বিচারে নিষ্কৃতি দিয়াছেন।

—শ্যামাচরণ সান্ন্যাল নামক বারাকপুরের এক জন হেড কনষ্টাবল চুরির অপরাধে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আবদুল লতিব খা বাহাদুরের নিকট অর্পিত হইয়াছে। এ ব্যক্তি পূর্ব্বে আলিপুর ছিল। সেখানে মুন্সেফের নাজিরের সহিত বাস করিত। বারাকপুর গেলে নাজিরের কয় খানি কাপড় হারায়। তিনি ইনস্পেক্টর দ্বারা গোপনে অনুসন্ধান করেন যে কাপড় গুলি হেড কনষ্টেবলের নিকট আছে কিনা। ইনস্পেক্টরের পত্র পাইয়া তিনি হেড কনষ্টাবলের ঘর অনুসন্ধানের নিমিত্ত পরোয়ানার প্রার্থনার করেন ও তাহাকে বমাল গেপ্তার করেন। হেড কনেষ্টাবল বলিতেছে যে তাহার অজ্ঞাতসারে কাপড়গুলি তাহার বাকসের সঙ্গে আসে কিন্তু সে বারাকপুর পোঁছিয়াই নাজিরকে কাপড়ের কথা লেখে। নাজির তাহা অস্বীকার যাইতেছেন। মকদ্দমা আপাততঃ মলতবী রহিয়াছে।

—ডল সাহেব মিরার পত্রিকায় একটি সৎ প্রস্তাবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তিনি বলেন যখন বাঙ্গালীরা সিমলার হিমে বাস করিয়া কাজ করিতে পারেন, তখন তাহারা অনায়াসে আমেরিকায় গিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তিনি বলেন যে বাঙ্গালীদের বুদ্ধি সুতীক্ষ্ণ ও ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তাহারা বিলক্ষণ কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিয়াছেন সুতরাং তাহাদের ন্যায় লোকের আমেরিকায় বিশেষ দরকার আছে। নগদ তিন শত টাকা লইয়া যদি কোন বাঙ্গালী আমেরিকায় যাইতে পারেন ও কয়েক জন ভদ্র লোকের অনুরোধ পত্র তাহার নিকট থাকে, তবে তিনি অনায়াসে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিয়া লইতে পারেন। আমেরিকায় কেহ বাঙ্গালা শিক্ষা করিবে না, সুতরাং যাহারা যাইবেন তাহাদের যেন ইংরেজী ভাল জানা থাকে। যদি কোন বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত বাঙ্গালী আমেরিকায় যাইতে ইচ্ছা করেন তিনি ডল সাহেবের নিকট গেলে তিনি আমেরিকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত পত্রের দ্বারা তাহার আলাপ পরিচয় করিয়া দিতে পারেন। আমরা ভরসা করি ডল সাহেবের এই সদনুষ্ঠানটি কার্য্যে পরিণত হইবে। আমেরিকানদের সহিত মিশিতে পারিলে যে বাঙ্গালীরা মহৎ উপকৃত হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

— লাহোরে রেলওয়ের প্রায় কি সাহেব কি ফিরিঙ্গি সকলেই ভলানটীয়ার হইয়াছেন। তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য একজন শিক্ষিত সেনা আসে। তাহাদিগকে বন্দুক ও তলওয়ার দিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করা হইতেছে। উচ্চ পদস্থ রেলওয়ে সাহেবেরা ফাঁকী দিয়া কেহ কাপ্তেন কেহ কর্ণেল প্রভৃতি পদ লাভ করিতেছেন। নিজ্জীব কাঙ্গো বুড়া ফিরিঙ্গিদিগকেও ভলানটিয়ার করা হইতেছে কিন্তু সুস্থ কায় বলিষ্ঠ যুবা সুন্দর বাঙ্গালীকে লওয়া হয় না কেন যে তাহা বুঝিতে পারি না। ইংরাজদের রাজ্যে যখন বাঙ্গালীরা সকল লাইন অবাধে প্রবেশ করিতেছেন তখন কেন তাঁহারা এ লাইন হইতে বঞ্চিত হন।

— মহাবলেশ্বর নামক স্থানে বোম্বাইর গবর্ণরের নিমিত্ত একটী বাস গৃহ নির্ম্মিত হয়। উহাতে ৮০ হাজার টাকা ব্যয় পড়ে। সম্প্রতি উহা বিক্রয় হইতেছে এবং সম্ভবতঃ আট হাজার টাকায় বিক্রয় হইবে। আমাদের গবর্ণমেণ্টের এইরূপ অপব্যয়ের চিহ্ন যে কোথায় কত টাকা আছে তাহার ঠেকনা নাই। বাঙ্গালার পূর্ব্বে যেখানে যেখানে মহকুমা থাকে, প্রায় তাহার অনেকগুলি স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং পূর্ব্ব নির্ম্মিত আফিস ও সবডিবিসন গৃহগুলি অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং যে গুলি বিক্রয় হইয়াছে তাহা অতি সামান্য মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

—নিয়ম হইয়াছে যে সুবারডিনেট জজদিগের আফিস বৎসরে বায়াত্তর দিন বন্ধ থাকিবে। ইহার মধ্যে নয়টা রবিবার পড়িবে॥

—আমরা হিন্দু পেট্রিয়ট পাঠে অবগত হইলাম যে বাকুঁড়ার যাবতীয় ভদ্র লোকেরা ইনিস্পেক্টর মৃত মার্টিন সাহেবের স্মরণার্থ একটী সভার অধিবেশন করেন। এই সভায় বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু শিব দাস ভট্টাচার্য্য প্রধানতঃ বক্তৃতা করেন। মার্টিন সাহেব অতিশয় দয়ালু ও সরলান্তকরণের লোক ছিলেন। যিনি যিনি তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, সকলেই তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখিত হইয়াছেন। বোধ হয় অনেক নগরেই এইরূপ সভার অধিবেশন হইবে।

—আমরা লণ্ডন আথিনিয়ম পড়িয়া জানিলাম যে কাশ্মীরের মহারাজা কত গুলি ইংরাজি বিজ্ঞান শাস্ত্রের পুস্তক সংস্কৃতে অনুবাদ করিতে মানস করিয়াছেন। কাশ্মীরের মহারাজার জানা আছে যে ইংলণ্ডে ও জার্ম্মনিতে বহুতর সংস্কৃত বিদ্বান ব্যক্তি আছেন। কাশ্মীররাজ কাপ্টেন লিজের হস্তে উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কয়েক খানি পুস্তক কলিকাতা হইতে অনুবাদিত করা হইয়াছে। মহারাজার ইচ্ছা যে ইউরোপে প্রথমে প্রফেশর লাইবিকের রসায়ন গ্রন্থ অথবা তাদৃশ উৎকৃষ্ট অন্য কাহার রসায়ণ শাস্ত্র অনুবাদিত করা হয়। মহারাজার স্বীয় প্রজা পুঞ্জের মধ্যে বিদ্যা প্রচারের তাদৃশ যত্ন অতীব প্রীতিকর ও প্রশংসনীয়॥ আমাদিগের বোধ হয় মহারাজার এইরূপ সৎ কার্য্যে প্রবৃত্তির প্রধান কার[illegible] বাঙ্গালি মন্ত্রীর পরামর্শ।

—বম্বে সে দিন যে জন সংখ্যা গৃহীত হয় তাহাতে জানা গিয়াছে যে তথাকার ইউরোপিয়ান দিগের মধ্যে ৫২২৭ জন পুরুষ ও কেবল ৩০৬ জন স্ত্রী। বম্বের সাহেবেরা কিরূপ সুশ্রী পুরুষ তাহা ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে।

—মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্ট জ্যোতিষবিৎ জারমেনী হইতে টেলিগ্রাফ যোগে সংবাদ পাইয়াছেন যে আগামী সপ্তাহের মধ্যে একটী ধূমকেতু উঠিবে ও উহা দর্শনার্থে তিনি প্রস্তুত থাকেন।

ন্যাসনাল থিয়েটার।

জামাই বারিক।

ন্যাসনাল থিয়াটরে নীলদর্পণের অভিনয় দেখিয়া আমরা যেমন ক্রন্দন করি, গত শনিবারে জামাই বারিক দেখিয়া তেমনি হাঁসিয়াছিলাম। জর্ম্মেনীয় পণ্ডিত সেলেগেল সেকসপিয়রকে লোকের নিকট চিনাইয়া দেন, এডিসন মিলটনকে প্রথম চিনাইয়া দেন এবং দীনবন্ধু বাবুকে ন্যাসনেল থিয়েটরে অনেকের নিকট চিনাইয়া দিল। দীনবন্ধু বাবুর গুণ ইতিপূর্ব্বে অনেকে জানিয়াছেন বটে, তাঁহার অনেক নাটকও ইতিপূর্ব্বে অভিনয় হইয়াছে, কিন্তু এবার তাঁহার গ্রন্থ নিহিত রত্নগুলি যেরূপ জাজ্জ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে, ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও সে রূপ হইয়াছে কি না তাহা আমরা অবগত নহি। আমরা গতবারে লিখি যে, ন্যাসনাল থিয়েটরে নীলদর্পণকে পূর্ণযৌবন প্রদান করিল, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, জীবিত করিয়াছে লিখি।

আমরা জামাই বারিক সম্বন্ধে আমাদের মতামত এত দিন প্রকাশ করি নাই। দীনবন্ধু বাবুর জামাই বারিক সম্বন্ধে অনেক মত ভেদ হয়। কেহ উহাকে আকাশে তুলেন, আবার কাহারও বিবেচনায় উহা জঘন্য বলিয়া বোধ হয়। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, একবার উহার অভিনয় হইলে লোকে বুঝিতে পারিবে যে, কাহার কোথায় ভুল আছে!

গত শনিবারে যাঁহারা এই প্রহসনটী দেখিতে গিয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, জামাই বারিক সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রহসন না হউক উহাতে যে বিস্তর রস আছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর কিছু উহাতে না থাকুক, 'জামাই বারিক' এই ভাবটী যে সম্পূর্ণ নূতন এবং দীনবন্ধু বাবু যে এই ভাবটী গ্রহণ করিয়া অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। দীনবন্ধু বাবু এই ভাবটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে পারুন বা না পারুন, জামাই বারিকের অনেক অংশ যে অপূর্ব্ব হইয়াছে তাহা বোধ হয় গত শনিবারে অনেকে স্বীকার করিয়া আসিয়াছেন। স্বামী লইয়া সতিনী সতিনীর বিবাদটী সম্পূর্ণ পুরাতন। ইহা লইয়া অনেকে অনেক রকম আমোদ করিয়াছেন, তবু দীনবন্ধু বাবুর ভারি ক্ষমতা যে, তিনি এই অত ব পুরাতন বিষ[illegible] লইয়া আমাদিগকে বিস্তর হাঁসাইয়াছিলেন। দীন[illegible]বু যেরূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, আ[illegible]দ্রূপ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। বগলা ও [illegible]কার হইয়াছিল। যখন ইহাদের বিশেষতঃ বগলার ঝগড়া আরম্ভ হইল, তখন প্রকৃত আমাদের অনেক গৃহস্থের দুর্গাতর কথা মনে পড়িল। দীনবন্ধু বাবু এখানে আর একটী ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। সতিনীদ্বয় স্বামী লইয়া বিবাদ করিয়াছে, অথচ দুই জনের প্রকৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। দীনবন্ধু বাবুর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সদরালা ও জমিদারগণ লইয়া আমোদ, রামায়ণ এবং গাজির গীত অনেকের নিকট ছ্যাবলামি বোধ হইয়াছিল। জামাই বারিকে বিশেষ কোন নায়ক নায়িকা নাই, তবে অভয়কুমার ও কামিনীর অংশ দুইটীতে বিশেষ সার আছে। দীনবন্ধু বাবু এই দুইটি ভাব একেবারে প্রকৃতি হইতে তুলিয়াছেন। কামিনী অভিমানিনী অথচ তাহার হৃদয়টী স্বামীর প্রেমে পরিপূর্ণ, অভয়কুমার অভিমানী অথচ দরিদ্রও স্ত্রীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন। দুই জনে যে দেখা হয়, সেই অভিমানটি উদ্দীপ্ত হয়, আবার বিচ্ছেদ হইলে ভালবাসার উদ্রেক হয়। এই দুইটী ভাব দীনবন্ধু বাবু আর একটু যত্ন করিয়া প্রস্ফুটিত করিলে বড় ভাল হইত। আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা ছিল, দীনবন্ধু বাবু জামাই বারিকের অভিনয়ে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তিনি সতিনীর বিবাদ,

জামাই দিগের দুরবস্থা প্রভৃতিতে আপনার ক্ষমতা দেখিয়া পরম পুলকিত হইতেন, তেমনি অভয়কুমার ও কামিনীর স্বভাব আর একটু প্রস্ফুটিত না করায় আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিতেন। তিনি আর একটী মহৎ ভ্রম দেখিতে পারিতেন। বৈষ্ণব অভয়কুমার ও বৈষ্ণবী কামিনীর বিবাহটি নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে যাহা দেখাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পরস্পরে যেবিশেষ অনুরাগ আছে তাহা ...ই বুঝা যায়। অভয়কুমার লাথি খাইয়া অপমানিত হইয়া বৃন্দাবন বাসী হইয়াও কামিনীকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, আর তাহার আত্মহত্যার কথা শুনিয়া একটু ক্রন্দন করিয়া তখনই বিবাহ করিলেন উহা বোধ হয় যেন স্বাভাবিক নয়। এই রূপ করিলে সম্ভবতঃ ভাল হইত। অভয়কুমার কামিনীর আত্মহত্যার কথা শুনিয়া অধৈর্য্য হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আর কামিনী তখনই আর ছদ্মবেশে থাকিতে না পারিয়া 'আমি এই স্বামীকে অপমানিত করিয়াছি, আমি এত অপমান করিয়াছি, তথাচ আমার মৃত্যুতে এত কষ্ট পাইতেছেন" ইহা বলিয়া "অভয় আমি তোমার সেই কামিনী। আমি আত্ম হত্যা করি নাই কিন্তু তোমাকে পারি বলিয়া বনবাসিনী হইয়াছি" এই বলিয়া উভয়ের মিলন করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

এবারকার অভিনেতৃগণ এক একটী রত্ন বিশেষ। সকলের বিশেষতঃ পদ্ম লোচন, বগলা ও বিন্দুর অংশ বড় অপূর্ব্ব হইয়াছিল। ইহারা এক একটী বিষয় অভিনয় করিলেন, আর আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। কিন্তু ইহারা একটি বিষয়ের অভিনয় না করিয়া আমাদের বিশেষ মন ক্ষুণ্ন করেন। কামিনীর স্বামীর ভিটার উপরে পড়িয়া স্বামীর নিমিত্ত রোদন করা গ্রন্থের একটী অত্যুৎকৃষ্ট অংশ এবং সেইটী কামিনীর দ্বারা অভিনয় না করাইয়া ময়রাণীর মুখে বলানতে একেবারে মাটি হইয়াছে। ফল এটি গ্রন্থ কর্ত্তার ভুল এবং দীন বন্ধু বাবু উপস্থিত থাকিলে উহা বুঝিতে পারিতেন। আর একটী ভুল, দুই সাতনীর ঝগড়ার পর পদ্ম লোচনের বগলার অঞ্চল ধরিয়া বাটীর সঙ্গে নৃত্য ও গীত করা। পদ্ম লোচনের পূর্ব্বেকার চরিত্রের সঙ্গে এটি সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইয়াছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ অভিনেতৃগণ এ অংশটি বাদ দিয়া অভিনয় করিবেন।

পুস্তক সমালোচনা।

বিজ্ঞান সার উপক্রমণিকা—শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ১ টাকা মাত্র। এই গ্রন্থ খানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে প্রায় আবশ্যকীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্ত স্থূল ২ বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে ৬১ খানি চিত্র আছে। মাইনর ও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের ইহা পাঠে বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রীযুক্ত কালিদাস নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।—আমরা পরম আহ্লাদ সহকারে এ পুস্তক খানি পাঠ করিলাম। শ্রীরূপ গোস্বামী কৃত ভক্তি রসামৃত সিন্ধু বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং যাহাতে ইহা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হয় তাহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। অনুবাদকের নিকট আমাদের এই অনুরোধ যে অনুবাদটি যাহাতে আর একটু সহজ বাঙ্গালায় হয় তাহার প্রতি যত্ন করিবেন।

সংশোধিত মানচিত্রাবলী শ্রীপ্রাণ নাথ দত্ত দ্বারা সংকলিত ও চিত্রিত। মূল্য ৩৲ টাকা॥ এই মানচিত্র খানি করিতে প্রাণনাথ বাবু যে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আমাদের বোধ হইল। এ যাবৎ বাঙ্গালায় যে কয় খানি মানচিত্র বাহির হইয়াছে তাহার কোন খানিই শুদ্ধ নয়। কিন্তু প্রাণ নাথ বাবুর এ মানচিত্রত খানিতে অল্প ভূল আছে বলিয়া বোধ হইল। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী হইবেক।

প্রেরিত পত্র।

খাইবারীগণ।

সম্প্রতি লাহোরে কতকগুলি খাইবারী স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকাতে আন্দাজ ৮০। ৯০ জন আসিয়াছিল। সঙ্গে খান কতক গরুর গাড়িতে তাহাদের তাম্বু প্রভৃতি দ্রব্যাদি বোঝাই ও কয়েকটা কুকুর ছিল, ইহারা দেখিতে সুন্দর নয়, তাহাই বলে কাফ্রীদের মত কালও নহে, তবে কিনা মাঝামাঝি। সর্ব্বদা মলিন বসনে অপরিষ্কার থাকে বলিয়া কাল দেখায়। স্ত্রী পুরুষ দূর হইতে ভাল বোঝা যায় না। সকলের প্রায় একরূপ পরিচ্ছদ ও চুল লম্বা ২ ঘাড়ের দিকে পড়িয়াছে। মস্তকে টোপীর মতন আছে। পাজামা ও লম্বা২ জামা, প্রায় সকলের একরূপ পরিচ্ছদ, দেখিতে সুস্থকায়, কিন্তু অসীম সাহসী জীবনের প্রতি একটুমাত্র মায়া নাই, সহজেই প্রাণ দিতে কিংবা লইতে পারে। কি বালক কি বালিকা কি স্ত্রীলোক সকলেই উদ্ধত স্বভাব। বরং পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা সাহসী পরিশ্রমী ও কষ্ট সহিষ্ণু কিন্তু সকলের চরিত্র অতি দূষণীয়, এত জঘন্য তাহা লেখা যায় না। লজ্জা কিছু মাত্র নাই। আমার বোধ হয় যে ইহারা পরস্পরে নিয়ম পূর্ব্বক বিবাহ করে কিনা সন্দেহ। খাইবারীরা ঘোড়ায় যাইতে সকলেই নিপুণ, এমন কি ঘোড়াতে জীন লাগাম না থাকিলেও তাহারা এত দ্রুত গতি যাইতে পারে যে ভাল সওয়ার তাহাদের সহিত দৌড়িতে পারে কিনা সন্দেহ। ইহারা সম্ভবতঃ অত্যাচারী। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহাদের বিষয় কতক ২ শুনা যায়, বোধ করি সেই জন্য খাইবার পথ বা পাস চিরকাল অরক্ষণীয়। খাইবারীরা দুই এক বৎসর অন্তর এ প্রদেশে আসে। ইংরাজ বাহাদুরেরা বিশেষ সতর্ক রূপে ইহাদিগকে রক্ষা করেন, একটু শিথিল হইলে প্রজার উপর অত্যাচার করে। কিছু দিন রক্ষা করিয়া পাথেয় ও আহারাদি দিয়া ও সৈন্য দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তাহাদের স্বদেশে পাঠাইয়া দেন। এরূপ না করিলে বোধ করি ইহারা যেখানে যাইত সেখানে অত্যন্ত অত্যাচার হইত। এবৎসর অধিক আসাতে অধিক রক্ষকেরও আবশ্যক হইয়াছিল। বোধ করি ১০০। ১৫০ সিপাহী ও ৪। ৫ জন ইংরাজ সঙ্গে থাকিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি সহরের বাহিরে রেলওয়ের নিকট ইহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। তাহাদিগের নিকট হইতে ১৮টি ভাল ২ বন্দুক ও তাহাদের দেশীয় অনেক অস্ত্র শস্ত্র বাহির হইল দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়াছে॥ শুনিলাম আরো এক গাড়ি বন্দুকও বাহির হইয়াছে, সত্য কিনা তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু যে প্রকার ১৮টী বন্দুক বাহির হইয়াছে সে প্রকার ভাল ভাল ইংরাজ সৈন্যদের নিকট আছে কিনা সন্দেহ। বন্দুক যে কি প্রকার করিয়া রাখিয়াছিল তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন॥ স্ত্রীলোকেরা ও পুরুষেরা সকলে ঢিলা পাজামা ও বড় ২ জামা ব্যবহার করে। বন্দুক গুলির প্রত্যেক ভাগ পৃথক ২ করিয়া চোঙ্গা গুলা স্ত্রীলোকদের কটি দেশেতে ঝোলান ছিল। বাঁট গুলিন কতক সঙ্গেতে ছিল ও কতক বোচকাতে ছিল। দেশীয় অস্ত্র গুলিন স্ত্রীলোকের উরুতের সঙ্গে ও অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে ছিল। এগুলিন স্ত্রীলোকদের নিকট ছিল, সহজে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই, কেননা স্ত্রীজাতিকে সহজে সন্দেহ করিতে পারে না ও বেআবরু করিতে সাহস হয় না। শুনিলাম আরও কি কি দ্রব্য বাহির হইয়াছে॥ ভয় প্রযুক্ত অতি নিকটস্থ হইতে পারি নাই এবং সিপাহীরা নিকটে যাইতে দেয় না পাছে কেহ আহত হয়। কোথা হইতে এসকল বন্দুক ও অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিল ও কি উদ্দেশে সঙ্গে রাখিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহাহউক এপ্রদেশে বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক ও কখন কিহয় তজ্জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বরাহ নগর।

বিগত ২৩এ অগ্রহায়ণ টৌন কমিটির মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে নিম্ন লিখিত দুইটী সাধারণ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান বিষয়ক মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে উত্তম পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। এখানে রাস্তায় কিংবা কোন প্রকাশ্য স্থানে মলমূত্র পরিত্যাগ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে॥ তজ্জন্য স্থানে স্থানে সাধারণ পাইখানা সকল প্রস্তুত করান হইবেক। বিগত বর্ষে এই কার্য্যের জন্য অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই উক্ত কমিটির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ড গমন করেন। নবাভিষিক্ত সম্পাদক ঐ অর্থ কার্য্যান্তরে ব্যয় করেন।

২। গত ২৪এ বরাহ নগর সুরা পান নিবারিণী সভার একটী সাধারণ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন পরিগ্রহণ করেন। প্রথমে সুরার অপকারিতা বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পঠিত হইল। তৎপরে আবকারী আইনের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্ত ও পরিবর্দ্ধন নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট সমীপে দুঃখ প্রকাশ করা আবশ্যক, সেই বিষয়ে একটী প্রস্তাব করা হইল। যদিও গবর্ণমেণ্ট সুরাপান সমধিক প্রবল হইতে না দেওয়ার অভিপ্রায়ে আইন প্রকটন করিয়াছেন! কিন্তু তাহা দ্বারা আপাততঃ সুরাপান নিবারণ বিষয়ে কিঞ্চিৎমাত্র সহায়তা করিতেছে না। কেবল গবর্ণমেণ্টের অর্থ লালসা চরিতার্থ হওয়া ভিন্ন আমরা আর কিছুই ফল দেখিতে পাইতেছি না। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার সুরাপান নিবারিণী সভার যে সকল সভ্য মহাত্মারা আমাদের এই সভার উন্নতি সংকল্পে সংবাদ পত্রাদি দান প্রেরণ করিতেছেন তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করা উচিত। উভয়বিধ প্রস্তাবেই সভ্যগণ অনুমোদন করিলেন। তৎপরে সভাভঙ্গ হইল।

৩। গত ২০ শে অগ্রহায়ণ এখানকার মুসলমান বালকদিগের শিক্ষার্থে শ্রীযুক্ত বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যত্নে (নর্থ শুবারবন্ এসোসিয়েসনের) শিক্ষা বিভাগ হইতে একটী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। আপাততঃ ইহাতে দুই জন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। এক জন বাঙ্গালা অপর উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা দিয়া থাকেন। প্রথম দিনেই উক্ত বিদ্যালয়ে ১৬ জন ছাত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে। দিন দিন বৃদ্ধি হইবার সম্ভা-

বনা আছে। কিন্তু মুসলমানদিগের অদ্যাপি শিক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুরাগ আকৃষ্ট হয় নাই। আমাদের লেপ্‌টনাণ্ট গবরণর মুসলমান দিগের প্রতি সদয় আছেন, তিনি যদি এই বিদ্যালয়ে সাহায্য দান দ্বারা ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, তবে তিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতার ও স্থানীয় মুসলমান বর্গের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইতে পারেন। শশি বাবু কেবল স্বজাতীয়দিগের উন্নতি বিধান করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। তিনি অন্যান্য জাতিরও উন্নতি সাধন জন্য বিশেষ চেষ্টিত রহিয়াছেন।

অদ্য ২৭ এ অগ্রহায়ণ আলিপুরের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গ্রিবল সাহেব বরাহনগর নর্থ শুবারবন্‌ এসোসিয়েসনের অধীনস্থ বালিকা বিদ্যালয়, বালক বিদ্যালয় ও রিডিংক্লুব পরিদর্শন ও পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন, আর ইহার প্রতিষ্ঠাতা শশি বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

বরাহ নগর কোন একজন পাঠক
২৭এ অগ্রহায়ণ ১২৭৯

মূল্য প্রাপ্তি।

রেভারেণ্ড কে এম বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিবাগান ৬৷৷০
ডনিথান সাহেব হাবড়া ৩৸০
শ্রীযুক্ত বাবু অধর চন্দ্র দাস চাঁপাতলা ৬৷৷০
" " অন্নদাপ্রসাদ জশী শিঁগুড় ৮৲
" " কালী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় জাড়া ৮৲
" " শশিভূষণ রায়, শান্তিপুর ৮৲
" " মহেন্দ্র নাথ সোম ডিঙ্গেভাঙ্গা ৬৷৷০
" " যাদব চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিপুর ৮
" " কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী ঐ ৫৲
" " যাদবননদ চক্রবর্ত্তী, বড়বাড়ী রঙ্গপুর ৫
" " অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় ফয়জাবাদ ৮
" " বিনাকচন্দ্র মতিলাল বউবাজার ২৲
" " কুঞ্জবিহারিলাল সিং উখরা রাণীগঞ্জ ৮৸০
" " ঈশানচন্দ্র পত্রনবিশ সিলেট ৪৷৷০
" " গোপেশ্বর পাল চৌধুরি রাণাঘাট ২০৲
" " হরিশ্চন্দ্র রায় চাঁপাতলা ৬৷৷০
" " সুরথ নাথ মল্লিক, বোয়ালিয়া ৮৲
" " রমাকান্ত লাহিড়ি, বড়বাজার ৬৷৷০
" " হরে কৃষ্ণ সান্ন্যাল, পটলডাঙ্গা ৬৷৷০
" " জীবন কৃষ্ণ ঘোষ, শোভাবাজার ৬৷৷০

বিজ্ঞাপন।

স্মৃতি তত্ত্ব।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত মূল কাশীস্বাজার রাজধানীর সভা পণ্ডিত রমাপতি তর্কভূষণ কৃত বাঙ্গালা অনুবাদ সহ মাসিক ৮০ পৃষ্ঠায় পুস্তকাকারে শীঘ্র প্রকাশারম্ভ হইবে। গ্রহণার্থী নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখিলে স্বাক্ষরকারীরূপে গণ্য হইবেন।

১২ সংখ্যার বা বার্ষিক মূল্য		পোষ্টেজ
মূল ও বাঙ্গলা একত্রে	৬	।৵০
কেবল মূল	৩৲	।৵০
কেবল বাঙ্গালা	৩৲	।৵০

স্মৃতি তত্ত্ব প্রকাশক
বহরমপুর সত্যরত্ন যন্ত্র।

FOR SALE.

Uncovenanted Civil Service Code shewing new leave, Acting allowance, Pension and travelling allowance rules price Rupees two only apply to Baboo Bholanauth Sen, Treasury Building, Calcutta.

বিজ্ঞাপন।

দান, দায় উইল, দত্তক, বিভাগ, উত্তরাধিকারিত্ব, প্রমাণ, মেয়াদ, ভূমির বিয়োগ সংযোগ, নিষ্কর, নিসৃষ্টার্থ, প্রতিভূ, ইত্যাদি হিন্দু রাজাদের কার্য্যকালে যে প্রণালী চলিত তাহা এক্ষণকার আইনের সঙ্গে যুক্তি যুক্ত মতে পর্য্যালোচনা করিয়া আইন ও নজিরাদি দ্বারায় তুলনা ক্রমে মৎ কৃত নব ব্যবস্থা চন্দ্রিমা গ্রন্থ প্রস্তুত আছে। গ্রাহকগণ ডাক মাসুল সহ ১৷৷৵০ প্রেরণ করিলে পাইবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত ভুমিক।
গোয়াল পাড়া।

দাউদের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

স্কট টমসন এণ্ড কোম্পানির ঔষধালয়ে গোয়াপাউডর নামক দাউদের এক অতি আশ্চর্য্য ঔষধ বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে। চর্ম্ম রোগের মধ্যে দাউদ রোগ ভারি কঠিন ও একবার হইলে আর প্রায় সারে না। এমন কি অনেকের যাবজ্জীবন এই রোগ ভোগ করিতে হইয়াছে কিন্তু গোয়াপাউডারে উহা নিশ্চয় আরাম হইবে। ঔষধ ব্যবহার করিতে জ্বালা যন্ত্রণা কিছু নাই। ঔষধের শিশি যে মুদ্রিত কাগজ দ্বারা মণ্ডিত উহাতে ঔষধ কি রূপে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা সবিশেষ রূপে বর্ণিত আছে। ইহার মূল্য ১।০ সিকা।

স্কট টমসন এণ্ড কোঃ
১৫ নং গবর্ণমেণ্ট প্লেস।

বাধক বেদনার মহৌষধ।

প্রায় একবার সেবনেই বিশেষ আরোগ্য লাভ হয় ওসন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূর করে॥ কলিকাতা চোরবাগান বি, এম সরকার কোম্পানির ডাক্তার খানায় প্রাপ্য। মূল্য ৩টাকা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

ঔষধ সেবনের নিয়ম কলিকাতা মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রিট ৭৭ নং ভবনে ডাক্তার ভূবন মোহন সরকারের নিকট তত্ত্ব করিলে পাওয়া যাইবে।

—০—

পৌরাণিক ভারতবর্ষ।

নয়খান রয়াল কাগজের মানচিত্র ও এক খান পৌরাণিক ভারতবর্ষের মানচিত্রাবশিষ্ট মানচিত্রাবলী মূল্য ৩ টাকা। ডাক মাসুল ।০ আনা॥

ঐতিহাসিক নবন্যাস।

উপরের লিখিত ইতিহাস মূলক নবন্যাস গ্রন্থের কায়া ৩০০ পত্রের অধিক। মূল্য ১ টাকা ডাকমাসুল ৵০ আনা।

উপরের গ্রন্থদ্বয় কলিকাতার চিৎপুর রোডের ৩৩৬ নং ভবনে শ্রীকিশোর মোহন ঘোষের নিকট প্রাপ্য।

বিজ্ঞাপন।

জরিপ ও পরিমিতির গ্রন্থ।

এঞ্জিনীয়ারিং কালেজের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক, এবং পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব এসিষ্টাণ্ট এঞ্জিনীয়ার শ্রীক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্যের প্রণীত। মূল্য এক টাকা ডাক মাশুল ৵০। কলিকাতার আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় কোম্পানির ছাপা খানায় পাওয়া যাইবে।

বিজ্ঞাপন।

এই এক নূতন!
আমার গুপ্ত কথা!!
অতিআশ্চর্য্য!!!

প্রথম, দ্বিতীয়, ও তৃতীয় পর্ব্ব পুস্তকাকারে বাঁধা হইয়া বিক্রীত হইতেছে মূল্য ১ম পর্ব্ব ৸০ আনা, ২য় পর্ব্ব ৸০ আনা, ৩য় পর্ব্ব ৸০ আনা, ডাকমাশুল তিন খণ্ড একত্রে ।০ আনা, খণ্ডে খণ্ডে স্বতন্ত্র দুই দুই আনা চতুর্থ পর্ব্ব প্রতি সপ্তাহে ফর্ম্মায় ফর্ম্মায় ছাপা হইতেছে, ফি ফর্ম্মার মূল্য দুই পয়সা। মফস্বলে রীতি মত ডাক মাশুল আছে। বাঁধান পুস্তক যদি কেহ এক কালে দশ খণ্ডের অধিক গ্রহণ করেন, তবে শত করা ১২॥০ টাকার হিসাবে কমিসন বাদ পাইবেন। কলিকাতা শোভাবাজার শ্রীযুক্ত কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে আমার নিকট প্রাপ্য।

শ্রীঅমৃতকৃষ্ণ ঘোষ।

অমৃত বাজার পত্রিকা।

অগ্রিম মূল্য।

	কলিকাতার নিমিত্ত	মফঃস্বলের নিমিত্ত
বার্ষিক	৬॥০	৮
ষাণ্মাসিক	৩৸০	৪॥০
ত্রৈমাসিক	২।৵০	২৸০
এক খণ্ড	।০	।১০

অনগ্রিম মূল্য।

বার্ষিক	৮॥০	১০৲

বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্য।

প্রতি পংক্তি

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার	৵০
চতুর্থ ও ততোধিকবার	।১০

গ্রাহক গণ যখন অমৃত বাজার পত্রিকার মূল্য পাঠান, তখন যেন তাহা রেজিষ্টারি করিয়া পাঠান।

যাঁহারা ষ্ট্যাম্প টিকিট দ্বারা মূল্য পাঠান তাহারা যেন টাকায় নিয়মিত অর্দ্ধআনা কমিসন সম্বলিত অর্দ্ধ আনা মূল্যের টিকিট পাঠান।

ব্যারিং কি ইনসাফিসিয়াণ্ট পত্র আমরা গ্রহণ করিনা।

এই পত্রিকার মূল্য বাবদ বরাৎ চিঠি মনি অর্ডর প্রভৃতি যাঁহারা পাঠাইবেন তাঁহারা কলিকাতা বহুবাজার হিদেরাম বাড়ুয্যের গলি ৫২ নং বাটীতে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ রায়ের নামে পাঠাইবেন।

☞ এই পত্রিকা কলিকাতা বহু বাজার হিদেরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি ৫২নং বাটি হইতে প্রতি বৃহস্পতিবারে শ্রীচন্দ্রনাথ রায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়।